ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

স্বামীর প্রযোজনা করা ভৌতিক ছবিতে কাজল

পৃঃ ৫

কামিন্সের রেকর্ড নিমিষেই হাওয়া, ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে কলকাতায় স্টার্ক!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৪৮ ● কলকাতা ● ০৭ পৌষ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে

সাগরদ্বীপে যেতে পারেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সাগরদ্বীপে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব ঠিকঠাক থাকলে ৩ এবং ৪ জানুয়ারি তাঁর এই গঙ্গাসাগর সফরের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন বছরের ১২-১৫ জানুয়ারি সাগরদ্বীপে আয়োজিত গঙ্গাসাগর মেলায় লাখ লাখ মানুষ পুণ্যস্নান করতে আসবেন।জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন। সেই উদ্বোধনের ঠিক এক সপ্তাহ আগে রাজ্যে গঙ্গাসাগর মেলার আসর বসছে। মকর সংক্রান্তিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই রাজ্য প্রশাসন এ বারের মেলা আয়োজনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। বাংলার রাজনীতির কারবারীরা অবশ্য মনে করছেন, রামমন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী নিজেদের হিন্দু ভোটব্যাঙ্কে শান দেওয়ার কাজ করবে বিজেপি। তাই গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজনে যাতে কোনও রকম ত্রুটি না থেকে যায় সেই বিষয়ে সজাগ থাকছে রাজ্যের শাসক দল। সাগরমেলার আয়োজনের প্রত্যেকটি বিষয়ে নিজে নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি, গঙ্গাসাগরে আগত গোটা দেশের মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার বিষয়টি তুলে ধরতে চাইছে রাজ্য সরকার।

এরপর ৩ পাতায়

মিশন ৩৫০! লোকসভায় বিজেপির টার্গেট

বেঁধে দিলেন খোদ মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভায় সাড়ে তিনশোর বেশি আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া বিজেপির দু'দিনের পদাধিকারীদর বৈঠকের সূচনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, নতুন বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই তিনি প্রতিটি রাজ্যে যাওয়া শুরু করবেন।শনিবার রাজ্য ধরে ধরে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন জে পি নাড্ডা , বি এল সন্তোষরা। যেহেতু বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বাংলার নাম বলেছেন তাই বঙ্গ বিজেপিকে আলোচনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। রাজ্যের সাংগাঠনির রিপোর্ট দেবেন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে। আগামী মঙ্গলবার কলকাতায় যাচ্ছেন অমিত শাহ । সেখানে রাজ্যের কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে রণকৌশল বাতলে দেবেন বলে সূত্র জানাচ্ছে। রাজ্যে কোথায় কোথায় প্রধানমন্ত্রীর সভা হবে বৈঠকে তা নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।তা রাজনৈতিক বা সরকারি কর্মসূচি হতে পারে। কিন্তু আপনারা প্রস্তুতি শুরু করে দিন।

ইন্ডিয়া জোটকে বিঁধে মোদি বলেন,'দেশের দুর্নীতিগ্রস্থ দলগুলি জোট বাঁধার চেষ্ঠা করছে। এঁরা পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাস করে।' বাংলা, বিহার ও উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে গতবারের তুলনায় বেশি আসন পেতে হবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান বলে সূত্রের খবর। বৈঠকের প্রথমদিনই রাজ্য সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) এর সঙ্গে কথা বলেন শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিন দলের অন্দরে কার্যত ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন মোদি। এদিন বৈঠকের সূচনা করতে গিয়ে বৈঠকে হাজির কার্যকর্তাদের নির্দেশ দেন, যে

এরপর ৩ পাতায়

চাকলায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী,

মধ্যমগ্রামে প্রস্তুতি বৈঠক সেরে ফেলল তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৮ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চাকলায় যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়েই জেলায় পা রাখতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী চাকলাতে লোকনাথ মন্দিরে পুজো দেবেন।জানা গিয়েছে, এদিন মধ্যমগ্রামে তৃণমূলের কার্যালয়ে এই প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, বারাসতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন রায়, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী সহ জেলা থেকে নির্বাচিত তৃণমূলের সব বিধায়ক। এদিনের বৈঠকে ঠিক হয়েছে চাকলায় মূল মন্দিরের পিছন দিকে একটি মঞ্চ নির্মাণ করা হবে যেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস করবেন। একই সঙ্গে দেগঙ্গার সভার জন্য কোন দিক দিয়ে কর্মী সমর্থকেরা আসবেন এবং কোথায় গাড়ি রাখা হবে সেই সব নিয়েও আলোচনা হয়। জেলার কোন কোন প্রান্ত থেকে কর্মীরা আসবেন দেগঙ্গার সভার জন্য তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সভায় যাতে অতিরিক্ত ভিড় না হয় তার জন্য এলাকা ধরে ধরে কর্মী ও সমর্থকদের

এরপর ৩ পাতায়

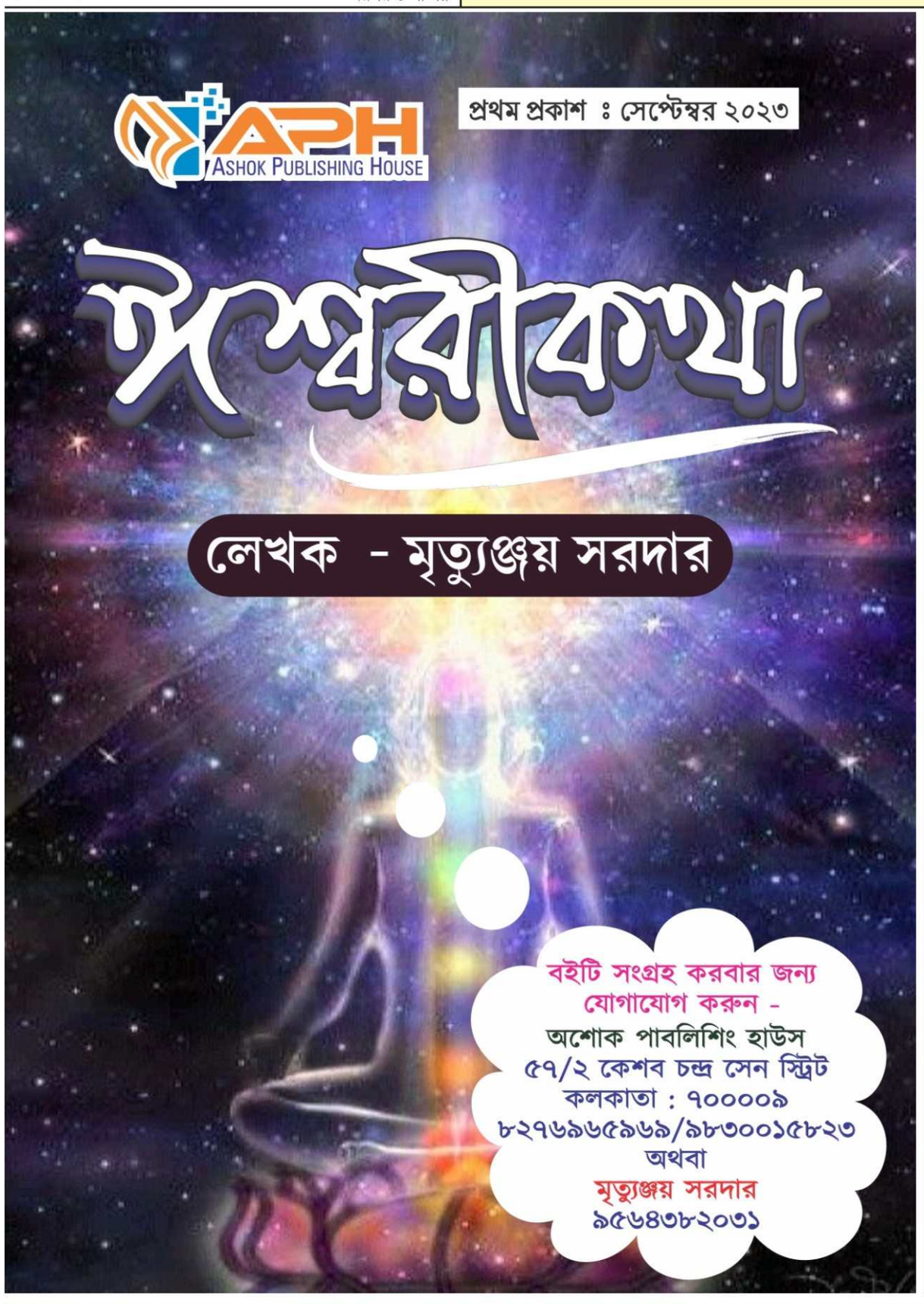

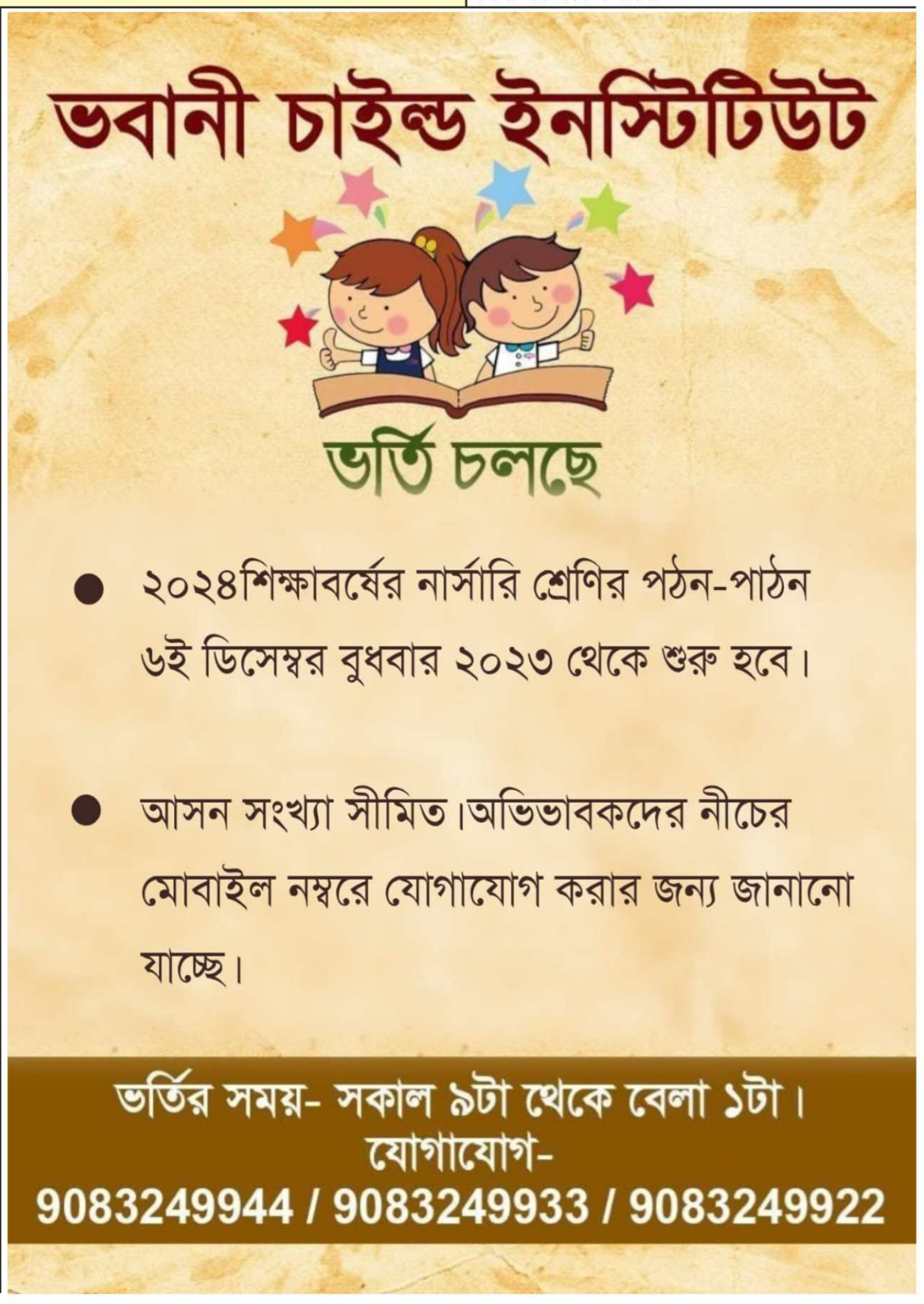

আস্ত এটিএম মেশিন ঢুকে গেল মাটির নিচে

হুগলি: নিউজ সারাদিন : দিনদুপুরে আস্ত এটিএম মেশিন ঢুকে গেল মাটির নিচে! এমনই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল হুগলি জেলার কোন্নগর স্টেশন সংলগ্ন নবগ্রাম এলাকায়। কাণ্ড দেখে হতবাক স্থানীয়রা। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঠিক কী কারণে এমনটা হল তা এখনও জানা যায়নি। মনে করা হচ্ছে, নির্মাণগত কোনও সমস্যার কারণে এই কাণ্ড ঘটেছে।এই বিষয়ে ওই এলাকার বাসিন্দারা জানান, এটিএম কাউন্টারটির পাশেই একটি পুকুর রয়েছে। আর এই কাউন্টার নির্মাণের সময় নিশ্চয়ই কিছু সমস্যা ছিল তাই এই ঘটনা ঘটেছে। তবে এর থেকে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। আবার ডাকাতিও হতে পারত। পড়ে জেসিবি মেশিনের সাহায্যে ওই এটিএম মেশিনটিকে মাটির উপরে তোলা হয়। এবং কাউন্টারটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তরফে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সমিত কুমার সাউ বলেন, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল বোঝা যাচ্ছে না। এই এটিএম কাউন্টার দীর্ঘদিন ধরে এখানে রয়েছে। আজ সকালেই গ্রাহকদের কাছে এই খবর পাই। ব্যাঙ্ক মেশিনটি উদ্ধার করেছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল খতিয়ে দেখা হচ্ছে।জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর ১টা নাগাদ একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টারে এই ঘটনা ঘটে। এদিন দুপুরে ওই এটিএম কাউন্টার থেকে টাকা তুলতে গিয়ে গ্রাহকরা হতবাক হয়ে যান। তাঁরা দেখেন এটিএম মেশিনটি নিচের দিক থেকে মেঝেতে ধসে ঢুকে গিয়েছে। টাকা ভর্তি এটিএম মেশিনের এই অবস্থা দেখে দ্রুত খবর দেওয়া হয় ব্যাঙ্কে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ঘটনাস্থলে আসেন ব্যাঙ্কের আধিকারিকরাও।

লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠে গলা মেলাবেন ইমান আলি

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : ২৩ ডিসেম্বর, আজ গীতা জয়ন্তী। সেই উপলক্ষে, ঠিক তার পরদিন, রবিবার ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করেছে অখিল ভারতীয় সংসকৃত পরিষদ, সংস্কৃত সংসদ ও মতিলাল ভারত তীর্থ সেবা মিশন আশ্রম সহ একাধিক সংগঠন।হবে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ । চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। গীতা পাঠ হবে।লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের সহ সভাপতি নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারীও বললেন, এটা তো সনাতন ধর্মের কথা। এখানে সবাই স্বাগত। রবিবার ব্রিগেডে তৈরি হবে সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের আরও এক জ্বল জ্বল করা উদাহরণ।

শুক্রবার ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন শুভেন্দু অধিকারী। সংগঠক সাধু-সন্তদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। রবিবারের এই অনুষ্ঠানে গীতার ৫টি অধ্যায় পড়া হবে। থাকবেন, দ্বারকার শঙ্কারাচার্য সদানন্দ সরস্বতী এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দ্বৈতাপতি। ২০টি ব্লকে ভাগ করা হবে জনতাকে। প্রতিটি ভাগে ৫ হাজার করে মানুষ গীতা পাঠ করবেন। ইতিমধ্যেই দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন সাধু সন্ন্যাসীরা। তারই মধ্যে আছে কিছু ব্যতিক্রমী মুখও। গীতাপাঠে গলা মেলাবেন ইমান আলি শেখ এবং ফরেজ লস্কররাও। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী না হয়েও গীতাপাঠে অংশ নিচ্ছেন এঁরা। বারুইপুরে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ মিলেমিশে থাকেন। তাই বেঁধে বেঁধে থাকায় বিশ্বাসী ইমান , ফরেজরা। বললেন, প্রত্যেক ধর্মের মূল কথা তো একই। তাই ২৪ শে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠে কণ্ঠ দেবেন তাঁরাও। তাঁদের ভাবনায় গীতা কোনও ধর্মগ্রন্থ নয়, জীবন-দর্শনের কথা বলে এই গ্রন্থ। 'এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গেলে যে সেই ধর্মের হতেই হবে এমন তো নয়। যার ভাল লাগবে সেই যাবে। যার ভাল লাগবে সেই শুনবে। আমরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব জায়গায় যেতে ভালবাসি। আপনার ধর্ম আমি কেড়ে নেব না, আমার ধর্ম আপনি কেড়ে নেবেন না। আমার ভাল লাগে, তাই আমি যাব।'বললেন ইমান আলি শেখ । তিনি আরও বলেন, পুরাণ ও কোরান হিসেব করলে একই কথা বলে। তাই কোনও ধর্মে হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী নন তাঁরা। হিন্দুদের যেমন হরিনাম, তেমন আমাদের জলসা, মিলাত। তাই ধর্মকে কাঁটাতার হিসেবে মনে করেন না তাঁরা। বরং আদান-প্রদানেই বিশ্বাসী।

পূজা-ঈদ-বড়োদিন মিলন উৎসব মালদহের মোথাবাড়ী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোথাবাড়ী: মালদহের মোথাবাড়ীর পঞ্চানন্দপুর পাগলাঘাট বাসস্ট্যান্ডের বিউটি পার্কে পূজা-ঈদ-বড়োদিন মিলন উৎসব বছর নবম বর্ষে পদার্পণ করল। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অর্গানাইজেশন (আইমো) এর উদ্যোগে প্রতিবছর এই উৎসব পালন করা হয়। তারই জোরদার প্রস্তুতি চলছে পাগলাঘাটের বিউটি পার্কে। জানা যায়, আগামী ২৭ শে ডিসেম্বর অর্থাৎ বুধবার দুপুর থেকে এই উৎসব পালন করা হবে। আগামী অনুষ্ঠানে মুম্বাই থেকে বিশিষ্ট নায়ক অমিত পল, টলিউড সন্দিপ নায়ক, সঙ্গীতকার ইজাজ আলি, গায়িকা সঙ্গীতা, গায়িকা দিশা, শিশু শিল্পী জোয়া এবং শিলিগুড়ি ও অন্যান্য আরও ৪০ জন শিল্পী ছাড়াও বহু বিশিষ্ট গুনিজন অতিথি ও উদ্বোধক বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের ঠাকুর শ্রী সমীরেশ্বর ব্রম্মাচারী মহারাজা, প্রধান বক্তা অধ্যাপক নাসির আহমেদ (ভাস্কর) উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও সেদিনের অনুষ্ঠানে থাকবে বিশেষ আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অর্গানাইজেশন এর সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক নাসির আহমেদ বলেন, এই দিনটি আমরা প্রতি বছর পালন করে থাকি। মূলত এই অনুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে, গঙ্গা ভাঙ্গন ও পরিযায়ী শ্রমিকদের তরফ থেকে এক প্রতিবাদসভা। যেহেতু এই পঞ্চানন্দপুরের মানুষ গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করে এবং এই অঞ্চল থেকে বহু শ্রমিক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করতে যায় তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হয় সেই নিয়ে আমাদের প্রতিবাদ আন্দোলন। আমরা এই দিনটি বিশেষভাবে সকল ধর্ম প্রাণ মানুষ মিলেমিশে সৌভ্রাতিত্বের, সম্প্রীতির ও সৌহার্দ্যের বার্তা নিয়েই আমাদের এই অনুষ্ঠান। এছাড়াও সেদিন শীতবস্ত্র বিতরণ, স্বাস্থ শিবির, অসহায়দের সাহায্য ও সাংগঠনিক কিছু পদাধিকারীদের ঘোষণা দেওয়া হবে। আমরা আশা করছি সেদিন হাজার হাজার মানুষের সমাগমে পূজা-ঈদ-বড়োদিনের উৎসব পালন হবে। আনন্দ ও উৎসাহের মাধ্যমে এই দিনটি প্রতিবছর পালনীয় হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের থেকে কাশ্মীরের পরিস্থিতি ভালো!

বাংলায় দাঁড়িয়ে মন্তব্য লেফটেন্যান্ট গভর্নরের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের থেকে কাশ্মীরের পরিবেশ-পরিস্থিতি ভালো। কলকাতায় এসে এমনটাই বললেন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। আজ শুক্রবার কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। আর সেখানেই কাশ্মীরের অবস্থার কথা তুলে ধরছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। তবে রাজ্যপালের এহেন মন্তব্যকে সমর্থন করেছে বঙ্গ বিজেপি। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাতকারে বলেন, জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল মনোজ সিনহা ঠিকই তো বলেছেন। এখানে আইনশৃঙ্খলা সব ভেঙে পড়েছে। সাংবিধানিক সংকট পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছে বলেও দাবি বিজেপি নেতার।

শুধু তাই নয়, একের পর এক খুন, কেউ নিরাপদ নয়। এমনকি আদালতের নির্দেশও কার্যকর হচ্ছে না বলেও দাবি। ফলে রাজ্যপাল মনোজ সিনহা যা বলেছেন তা সত্য বলেই মনে করছেন শমীকবাবু। অন্যদিকে এহেন বিতর্কিত মন্তব্যের পাশাপাশি বাংলার মানুষকে কাশ্মীরের আসার জন্যে আমন্ত্রণও জানান রাজ্যপাল মনোজ সিনহা।আর তা বলতে গিয়ে তাঁর দাবি, কাশ্মীরের পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেকটাই ভালো।আর তা জোরের সঙ্গে বলতে পারেন বলেও দাবি লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার। এমনকি সে রাজ্যে গেলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

আর এহেন মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক বিতর্ক। কড়া ভাষায় জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল মনোজ সিনহার মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। বিজেপির শিখিয়ে দেওয়ার ভাষা বলেও আক্রমণ।

তবে এই বিষয়ে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের সঙ্গে মনোজ সিনহার কথা বলা উচিত বলেও আক্রমণ কুনাল ঘোষের। তাঁর ব্যাখ্যা জম্মু-কাশ্মীরের প্রশাসন কিংবা আইন কীভাবে চলে এবং পুলওয়ামার ঘটনা কীভাবে ঘটেছে তা সত্যপাল মালিক ভালো করে জানেন। আর সেটাই মনোজ সিনহার জেনে নেওয়া উচিত বলেও আক্রমণ শানান তৃণমূল মুখপাত্র।

এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় একটি রিপোর্টের উল্লেখ করেছেন। কুণালের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট বলছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কলকাতা সবথেকে নিরাপদ শহর। একের পর এক অত্যাচার, মহিলা নির্যাতনে বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্য এগিয়ে রয়েছে। আর তা না তুলে ধরে বিজেপির শিখিয়ে দেওয়া ভাষা বলে আদৌতে চেয়ারের অপমান জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল করছেন বলেও এক বার্তায় জানিয়েছেন কুনাল ঘোষ।

গ্যাসের সঙ্গে অধার লিঙ্কে

বেলাইল করায় অশান্তি বর্ধমানে

স্টাফ রিপোর্টার স্বপন দত্ত বাউল পূর্ব বর্ধমান নিউজ সারাদিন : গ্যাসের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করতে গ্যাসের ডিলারের সামনে মানুষের বিশাল লাইন নজর কাড়ে। কেউ ভোর থেকে লাইন দিয়েছেন আবার অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে এসে বেলাইন করে ঝামেলা, ঝগড়া করে অশান্তির করছেন। মানুষের মনে ধারণা হয়ে গেছে ডিসেম্বরের ৩১ তারিখের মধ্যে গ্যাসের সঙ্গে আধার লিঙ্ক না করলে গ্যাস বাতিল হয়ে যাবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ছোটো নীলপুর এলাকায় সর্বমঙ্গলা ইনডিয়ান গ্যাসের ডিলারে সামনে বিশাল লাইন যেন মানুষের ঢল নেমেছে। গ্রাহকদের মধ্যে মহিলাদের বক্তব্য মেয়েরাই বেশী বেলাইন করে সবসময়ই ঝগড়া করে অশান্তির পরিবেশ তৈরী করছে। এই বেলাইন করা নিয়ে প্রত্যেকদিনই অশান্তি লেগে যাচ্ছে। লাইনে দাঁড়ানো মানুষ বলছে সকাল ১০ টা থেকে বেলা ২ টো পর্যন্ত আধার লিংক করা হচ্ছে। তাও আবার সবসময় লিঙ্ক পাচ্ছে না ,সোমবার বন্ধ । জনগণ বলছে এই লিঙ্ক করতে করতে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সর্বানি চক্রবর্তী বলেছেন সরকার আমাদের কি ভিক্ষা দিচ্ছে ? আমরা গ্যাসের সাবসিডি সবসময় পাই না আমাদের কেন এত হ্যারাসমেন্ট । আবার অন্য একজন বলছেন যত বিশৃংখলা এই ছোটো নিলপুরে সর্ব মঙ্গলা ইন্ডিয়ান গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটারে। গ্রাহকদের বিভিন্ন অভিযোগ ধরা পড়লো নিউজ সারাদিনের সংবামাধ্যমের ক্যামেরায়। বর্ধমান ছোটো নিলপুরে সর্বমঙ্গলা ইন্ডিয়ান গ্যাস ডিলারের সামনে মানুষের বিশাল লাইনে সবসময় বেলাইন করা নিয়ে বিশৃংখলা মনে করিয়ে দেয় আধার কার্ডে ফোন নম্বর যুক্ত করা নিয়ে কিছুদিন আগেই দেখা গেছে বর্ধমানে মানুষের বিশাল লাইন ও বিশৃংখলা । সবসময় সবেতেই লিঙ্ক করা নিয়ে মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়ছেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছেন । এটার সঙ্গে ওটা , ওটার সঙ্গে সেটা লিঙ্ক না করলে বুঝি সব কিছু বাতিল হয়ে যাবে এই ভয় মানুষের মনে বাঁসা বেঁধেছে । তাই তো মানুষ কাকভোর থেকে লাইন দিয়ে আবার গ্যাসের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করতে নেমে পড়েছেন লাইনে দাঁড়াতে । মানুষের জীবনে খাওয়া দাওয়া কাজ কর্ম ভুলে এ যেন লিঙ্ক করার যুদ্ধ করতে মানুষকে ছুটতে হচ্ছে । মানুষ বলেছেন কবে আমাদের লিঙ্ক করা থেকে মুক্তি দেবে সরকার আমরা যে হাঁপিয়ে উটেছি কেউ কেউ বলছে এত কষ্ট করে আমরা আর ভিক্ষা নিতে চাই না । সরকারের এই লিঙ্ক যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্তি চাই। সরকার কি জনগনের কষ্টের কথা বুঝবে ? লিঙ্ক করার যন্ত্রণা থেকে জনগন কি মুক্তি পাবে ? মানুষের কষ্ট ও ওনাদের বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট যে সবেতেই লিঙ্ক করার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার অপেক্ষায় মানুষ দিন গুনছে।

মায়াপুরে হোটেলের ঘরের মধ্যে

পড়েছিল মহিলার দেহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মূলত ইসকন মন্দিরের জন্যই বিখ্যাত মায়াপুর। প্রতিনিয়ত বহু মানুষ তীর্থযাত্রীর হিসেবে যান মায়াপুরে। হোটেলগুলিতেও থাকে ভিড়। সেরকম একটি হোটেলেই ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সাত সকালে হোটেলের কর্মীরা সাফাই করার জন্য হোটেলের ঘরগুলিতে যান। একটি ঘরের কাছে গিয়ে দেখেন, বাইরে থেকে ছিটকি চানা অথচ তালা দেওয়া নেই।এটা খুন না অন্য কোনও ঘটনা, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ প্রথম চোখে পড়ে ওই ঘটনা। মায়াপুর ঘাট সংলগ্ন পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালিত নীলাচল লজের সামনে হোটেল অন্নপূর্ণা লজে ছিলেন ওই দম্পতি। হোটেলের ম্যানেজার জানিয়েছেন, শুক্রবারই ঘরটিতে থাকতে এসেছিলেন ওই দম্পতি। পরিচয়পত্রও জমা দিয়েছিলেন নিয়ম মেনে। কিন্তু এমন একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তাঁরা হতবাক। ওই মহিলার স্বামীকে বেরতে দেখেননি কেউ। ম্যানেজারের দাবি, তাঁরা সকালে নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় বেরিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন ওই ব্যক্তি। মৃতার নাম মীনা বিশ্বাস, তাঁর স্বামীর নাম বিদ্যুত বিশ্বাস। বিদ্যুত বিশ্বাস আংশিক দৃষ্টিহীন বলে জানা গিয়েছে। নদিয়ার ধানতলার বাসিন্দা ছিল ওই দম্পতি।ওই ঘরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন তা বুঝে উঠতে পারেননি কর্মীরা। সন্দেহ হওয়ায় দরজা খোলেন তাঁরা। ভিতরে তখন অন্ধকার। আলো জ্বালতেই চমকে গেলেন কর্মীরা।

হোটেলের ওই ঘরের মধ্যে পড়েছিল মহিলার দেহ। বিছানার ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় মহিলাকে। আর তাঁর স্বামীকে কোথাও দেখা যায়নি। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয় হোটেলের তরফে। হোটেলের ম্যানেজার জানান, তাঁরা কেউ মহিলার গায়ে হাত দেননি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিতসকরা মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন।

১-ম পাতার পর

মিশন ৩৫০! লোকসভায় বিজেপির টার্গেট বেঁধে দিলেন খোদ মোদি

১৬০টি আসনে সাংগাঠনিক দুর্বলতা রয়েছে তা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত। সেই আসন বিরোধীদের হাত থাকে ছিনিয়ে আনতে এখন থেকেই প্রচারে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।আগামী কয়েক মাস সকলকে পরিশ্রম করতে হবে। মোদির বক্তব্য, 'নিচুতলার কর্মীরাই দলের সম্পদ। তাঁদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। কীভাবে তাঁরা মানুষের কাছে যাবেন বা কি বলবেন সময়মতো নির্দেশ পৌঁছে যাবে। তাঁদেরকে গুরুত্ব দিয়ে নেতৃত্বকে কাজ করার নির্দেশ দেন মোদি বলে সূত্রের খবর। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে দলের সাংগাঠনিক দুর্বলতা রয়েছে তা যে মোদির অজানা নয় তাও জানান তিনি। এইসব রাজ্যে প্রচারে কোনও খামতি রাখা যাবে না বলে নির্দেশ দেন।

১-ম পাতার পর

চাকলায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, মধ্যমগ্রামে প্রস্তুতি বৈঠক সেরে ফেলল তৃণমূল

আনার কোটাও এদিন ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।তারপর একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাসের কথা রয়েছে তাঁর। এরপর দুপুরে দলের কর্মীদের নিয়ে সভা করবেন তিনি। তবে সেই সভা হবে দেগঙ্গায়। চাকলার লোকনাথ মন্দিরে একাধিক উন্নয়ন হয়েছে এই সরকারের আমলে। তৈরি হয়েছে দুটি তোরণ, ভোগ বিতরণের জন্য বড় ঘর। তার পাশে টিকিট কাউন্টার, ২৮টি ফুলের দোকান। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সেই সব কাজ খতিয়ে দেখার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এরপর তিনি সরকারিভাবে সহায়তা প্রদান কিংবা একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন। এরপর দেগঙ্গা ব্লকে জেলার বিধানসভা স্তরের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করার কথা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর নিয়েই শনিবার নিয়ে একটি প্রস্তুতি বৈঠক সেরে ফেলল তৃণমূল।

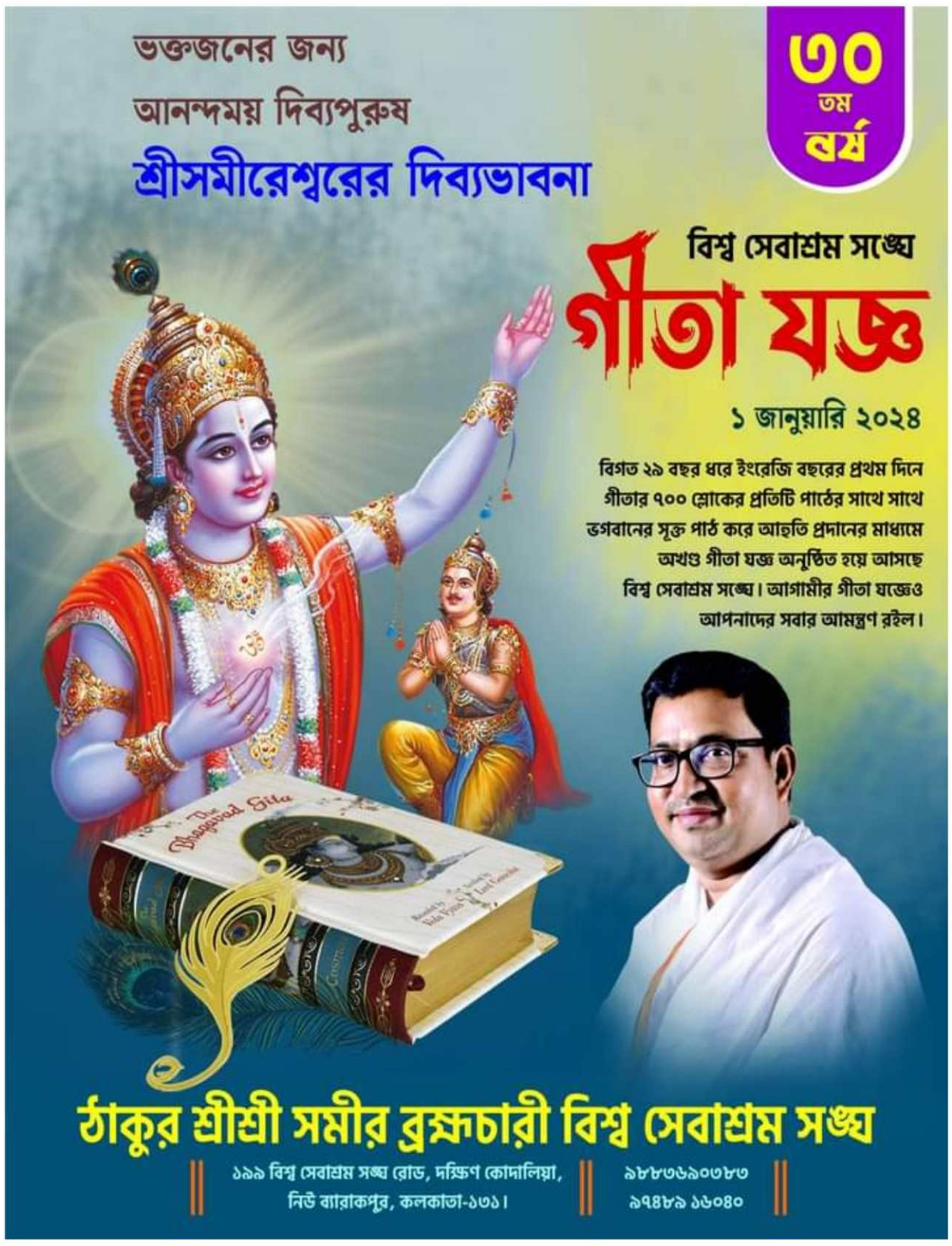

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব

(তৃতীয় পর্ব)

ভরপুর হয়ে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জে, দীর্ঘ কুড়ি বছর যে পরিবারটা রাজনৈতিক সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত নয় তাদেরকে পিষে মারার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে। তাহলে কি রাজনীতিক হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ, আইন বা পুলিশ প্রশাসন বলে কিছুই নেই? কেনই বা সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়ের সরদারের পরিবারের এখানে অবস্থা! তাহলে কি রাজ্যের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা এইরকম জঘন্য তম ঘটনা সম্মতি দিয়ে সম্পাদক পরিবারের বিলুপ্ত করতে চাইছে? সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও এই পরিবারের কেনই বা নিরাপত্তা থাকতে পারবেনা? যত রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করতে করতে সম্পাদকের পরিবারের প্রায় লোক অসুস্থ অবস্থায় ভুগছে। সম্পদ পরিবারের মাছ চাষের ভেরি আছে, সেই ভেরীটা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শ উচ্চ স্তরে পুলিশকর্তারা বিষয়টি জানার পরেও কোনরকম রক্ষা করে রেখেছে এই পরিবারটাকে। এই পরিবারের মাছ চাষের ভেরির সমস্ত মাছ ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিনিয়ত কোন না কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে কত বলতে পারে প্রশাসনকে। সম্পাদকের বৃদ্ধ বাবা মা রাস্তাঘাটে বেরোলে জমি দখল করে নেবে এমনই ভয় দেখানো হয়। কি চাইছে এলাকার স্থানীয় এক শ্রেনীর নেতারা? সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রকাশ্যেই বলে যে আমার পরিবারের কোনো ঘটনা কিছু ঘটে গেলে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর নেতারা । তবে দুর্নীতি হবে , জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও

ক্রমশঃ

লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে অখিল ভারত

হিন্দু মহাসভার ঐতিহাসিক কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে আজ "লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে" উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এত বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আয়োজকদের এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রশাসনকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চলেছে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি মন্ডল। অনুষ্ঠানটি যাতে সাফল্যমন্ডিত হয় তার জন্য অনেক মানুষকে রেজিস্ট্রেশন করতে সাহায্য করেছে হিন্দু মহাসভা । কিন্তু আগামী কাল আমরা আরেকটি ঐতিহাসিক ঘোষণা করতে চলেছি যে আমরা এই পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাস্থিত অযোধ্যা পাহাড় ও সীতাকুন্ড সংলগ্ন অঞ্চলে "সীতা রাম" মন্দির স্থাপন করতে চাই । এটা আমাদের কাছে খুব দুর্ভাগ্যজনক যে সনাতনী হিন্দুদের আবেগ রাম মন্দির পুনঃনির্মাণের দিনে উত্তর প্রদেশের যোগী সরকার প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা জনিত কারন দেখিয়ে মাত্র কয়েক হাজার মানুষ যারা সরকার ঘনিষ্ঠ বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব তাদেরই শুধু রাম মন্দির উদঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দিতে চলেছে । এটা খুব দুঃখের যে এই রাম মন্দির জনআন্দোলনের পিটিশন আমরা অখিল ভারত হিন্দু মহাসভাই করেছি অথচ আজ আমরাই সেই অনুষ্ঠানে ব্রাত্য । উপযুক্ত সম্মান দিয়ে ডাকা হয়নি আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ লালকৃষ্ণ আদবানিজি এবং মুরলী মনোহর যোশী জিকেও । তাই ভারত বর্ষের সমস্ত রাজ্যের মানুষদের আহবান জানাচ্ছি আমরা অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে ওই ২২ সে জানুয়ারী ২০২৪ তারিখেই "অযোধ্যা পাহাড় যাত্রার" ডাক দিয়েছি। অযোধ্যা যেমন প্রভু শ্রীরামের জন্মভূমি, সেই রকম আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাস্থিত অযোধ্যা পাহাড় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কর্মভূমিও । এখানে প্রভু রাম, দেবী সীতা এবং লক্ষণজী বেশ কিছু দিন সময় কাটান । এমনকি তৃষ্ণার্ত সীতা দেবীকে জল দিতে দিয়ে প্রভু রাম তীর দিয়ে ভূগর্ভের সুমিষ্ট জল তুলে আনেন, যা আজ সীতাকুন্ড নামে বিখ্যাত । যেহেতু ভগবান রামচন্দ্রের পরবর্তী অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই আমরা অযোধ্যা পাহাড়ের উপর গীতাপাঠ অনুষ্ঠান করতে চলেছি ২২ সে জানুয়ারী তারিখে এবং ভবিষ্যতে এই অঞ্চলেই আমরা ঐতিহাসিক "সীতারাম মন্দির" স্থাপন করার সংকল্প নিচ্ছি । আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করছি আগামী ২২ সে জানুয়ারী আমাদের "অযোধ্যা পাহাড় চলো" অভিযানকে সাফল্যমন্ডিত করতে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন যেন সম্পূর্ণ ভাবে সহযোগিতা করে । যোগিজীর রাজ্যে রামমন্দির উদ্বোধনে যেখানে মাত্র সাত হাজার মানুষকে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, সেখানে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের মত অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে আয়োজন করা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গবাসি হিসেবে আমাদের কাছে গৌরবের। আমরা কোনো মূল্যেই প্রভু রামের প্রতি আমাদের ভক্তিকে নিয়ে বাণিজ্যিকীকরণ বা রাজনীতিকরণের পক্ষে নই, বরং আমরা চাই প্রভু রামের আদর্শে যাতে আমরা আমাদের চরিত্রকে গঠন করতে পারি এবং তবেই কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রকৃত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে ।

তারাপীঠে মঙ্গল বাবার আশ্রমে দ্বারকার শঙ্করাচার্য্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী মহারাজজী

১-ম পাতার পর

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে সাগরদ্বীপে যেতে পারেন মমতা

পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও রকম সমস্যা না-হয় তা নিশ্চিত করতে প্রতি বছরই সরেজমিনে পরিদর্শনে যান মমতা। এ বারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। তার আগে ২৭ ডিসেম্বর আগামী বুধবার বেলা ১২টায় নবান্ন সভাঘরে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। রাজ্য সরকারের তরফে এই বৈঠকে হাজির থাকতে বলা হয়েছে রাজ্যের ১৫ জন প্রথম সারির মন্ত্রীকে। এছাড়াও ১৮টি দফতরের সচিবদের হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও ওই বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে।নবান্ন সূত্রে খবর, গঙ্গাসাগরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কপিল মুনির আশ্রম পরিদর্শনে যেতে পারেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে মেলার আয়োজন নিয়ে কথাও বলতে পারেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সাগরদ্বীপে পৌঁছোনোর আগেই গত বৃহস্পতিবার মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর মেলা সংক্রান্ত সেচ দফতরের হাতে থাকা সমস্ত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সাগরদ্বীপে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। সেচ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, লট-৮-এর অদূরে ২ এবং ৩ নম্বর পোলের মধ্যে নতুন করে একটি চর দেখা দিয়েছে। ড্রেজিংয়ের বাকি কাজ হয়ে গেলেও নতুন করে দেখতে পাওয়া এই চর কাটাই এখন প্রশাসনের কাছে বড় মাথাব্যাথার কারণ। এই চর কাটতে ড্রেজার নিয়ে আসা হচ্ছে ফরাক্কা থেকে। মুড়িগঙ্গার ড্রেজিং বাদ দিয়ে মেলার আয়োজনের প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ করে থাকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। তাই মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের খবরে তারাও মেলা আয়োজনের যাবতীয় প্রস্তুতির কাজে গতি বাড়িয়েছে। ইতিমধ্যে দফতরের মন্ত্রী পুলক রায় বেশ কয়েক বার গঙ্গাসাগর পরিদর্শন করেও এসেছেন। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা যেহেতু সাগর বিধানসভার বিধায়ক। তাই এই মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর, ২৭ তারিখের বৈঠকে মন্ত্রীদের মেলা সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৪৮ সংখ্যা ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ রবিবার ০৭ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রাজ্যকে ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে বলল নির্বাচন কমিশন

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। আর তারপরই রাজ্যের আসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তার আগেই অবশ্য রাজ্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে বলল নির্বাচন কমিশন।উল্লেখ্য, গতবার নতুন ভোটারদের আগ্রহ বেশ ভালো ছিল। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে ১৬ লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী আবেদন করেন সেবার। কয়েক সপ্তাহ ধরে নতুন ভোটারদের অনাগ্রহ নিয়ে প্রত্যেক জেলার সঙ্গে আলোচনা করে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের অফিস। কেন তাঁরা এই মানসিকতা নিয়ে চলছেন, তা জানতে চাওয়া হয় জেলার ওসি ইলেকশনদের কাছে। তার উত্তরে অনেকেই জানান, যেহেতু এখন ভোটার তালিকার নাম তোলার সুযোগ রয়েছে বছরে চারবার, তাই কেউ তাড়াহুড়ো করতে চান না। বিএলও'রা যখন এই তরুণ-তরুণীদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ফর্ম জমার পরামর্শ দিচ্ছেন, তখন তাঁদের একটা অংশ জানাচ্ছেন, তাঁরা পরে নাম তুলবেন। এদিকে, নাম তোলা, সংশোধন, বাতিল প্রভৃতির জন্য সব মিলিয়ে এবার প্রায় সাড়ে ৩৩ লক্ষ ফর্ম জমা পড়েছে। তার মধ্যে অবশ্য বাতিল হয়ে গিয়েছে ৩ লক্ষাধিক ফর্ম। বাকি ফর্মগুলি পরীক্ষা করে ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।সূত্রের খবর, এই মর্মে তারা রাজ্যের মুখ্যসচিব ও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। তাতে কমিশন উল্লেখ করেছে, বর্তমান লোকসভার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। তাই ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি এখনই শুরু করে দিতে হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, চিঠিতে যে পর্যায়ের প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে তা শুরু হয়ে গিয়েছে আগেই। ওই চিঠিতে রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। কোন আধিকারিক কতদিন সংশ্লিষ্ট পদে রয়েছেন, তা কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে। পুলিস প্রশাসনের ক্ষেত্রেও ওই তালিকা প্রস্তুত রাখার কথা।এদিকে রাজ্যে নতুন ভোটারদের নাম তোলার জন্য আবেদন জমা পড়েছে ১০ লক্ষের মতো। আর সেখানেই দেখা গিয়েছে, রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ যুবক-যুবতী যারা ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেছে তাঁরা এবার ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য কোনও আবেদনই জানায়নি। এবছর তাই যত সংখ্যক নতুন ভোটারের নাম তালিকায় তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল তা শেষমেশ পূরণ হয়নি এই কারণেই। এবার সম্ভাব্য প্রথম ভোটার কারা হতে চলেছেন তার জন্য বুথ লেভেল অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তার সমীক্ষা করেন। তাতে দেখা যায়, ১৭ ঊর্ধ্ব এবং ১৮ বছরে পা দেওয়া তরুণ-তরুণীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। তাঁরা প্রত্যেকেই যাতে ফর্ম জমা দেন, তার জন্য বিএলওদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কমিশনের কর্তারা। ১ নভেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে ফর্ম জমার প্রক্রিয়া। সেই কর্মসূচি মেটার পর হিসেব করে দেখা গিয়েছে, লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে নতুন ভোটার হওয়ার যোগ্য অন্তত ৫ লক্ষ তরুণ-তরুণী এবার ফর্ম জমাই দেননি। তার ফলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাদের ভোটদান নিয়ে সংশয় রয়ে গেল।

মহাকাশে স্পেস বিমানের সাহায্যে

রহস্যময় ছয় বস্তু পাঠাল চিন, চিন্তায় গোটা বিশ্ব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মহাকাশ সেক্টরে প্রতিবেশী দেশ চিন ক্রমশ তার আধিপত্য বৃদ্ধি করছে। শুধু তাই নয়, ড্রাগন একাধিক নতুন মিশনও লঞ্চ করছে। যা সারা বিশ্বের স্পেস এজেন্সিগুলিকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এমনিতেই চিনের "রিইউজেবল স্পেস প্লেন" বহুদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।টিলি এবং তার অন্যান্য সহকর্মীরা মনে করছেন যে, সংকেতগুলি অবজেক্ট বা তাদের চারপাশ থেকে আসছে। উল্লেখ্য যে, চিনের মহাকাশযানটি যে কক্ষপথে রয়েছে এর আগেও দু'বার সেই একই কক্ষপথে গিয়েছিল। তবে, সেখানে রেডিও বিহেভিয়ার আগের তুলনায় ভিন্ন। এদিকে, চিনের স্পেস প্লেনটি এখনও পর্যন্ত বিশ্বের কাছে একটি রহস্য রয়ে গেছে। এমনকি, এই স্পেস প্লেন নিয়ে চিন কি করতে চায় তা কেউই জানে না।এখনও পর্যন্ত বিশ্ব জানতে পারেনি এই স্পেস প্ল্যানের মাধ্যমে চিন ঠিক কি করতে চায়?

এদিকে, এই আবহেই এবার একটি অবাক করা তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সেটির তৃতীয় মিশনে উতেক্ষপণের মাত্র ৪ দিন পর, চিনা স্পেস প্লেন শেনলং পৃথিবীর কক্ষপথে ৬ টি অজ্ঞাত বস্তু পাঠিয়েছে। উল্লেখ্য যে, চিনা স্পেস প্লেন "শেনলং" "ডিভাইন ড্রাগন" নামেও পরিচিত।এই প্রসঙ্গে ঝড়ধপব.পড়স-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, উতেক্ষপণের পর থেকেই বিশ্বজুড়ে পর্যবেক্ষকরা চিনা মহাকাশযানের ওপর নজর রাখছেন। তখনই তাঁরা কিছু রহস্যময় বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। ওই অবজেক্টগুলিকে "A", "B", "C", "D", "E" এবং "F" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। স্কট টিলি নামের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই অবজেক্টগুলিকে পর্যবেক্ষণ করছেন। পাশাপাশি, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম "এক্স"-এ তিনি সেগুলিকে "রহস্যময় উইংম্যান" বলে সম্বোধন করেছেন।

স্কট টিলি লিখেছেন যে, তিনি একটি চিনা স্পেস প্লেন থেকে এস-ব্যান্ড সংকেত শনাক্ত করেছেন। তিনি বলেন, এবার বিকিরণকারীরা মাঝে মাঝে সংকেত পাঠাচ্ছে। স্পেস ডটকমের সাথে কথা বলার সময়ে টিলি জানান, এই সংকেতগুলি পূর্ববর্তী শনাক্ত করা সংকেতগুলির সাথে অনেকাংশে মিল রয়েছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সাম্প্রতিক সংকেতগুলি ট্র্যাক করতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনেক দিন লেগেছে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সরস্বতী পুজো মানে কিন্তু এখন বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে-ও। যতই ১৪ ফেব্রুয়ারি হোক না কেন, সরস্বতী পুজোর দিন শাড়ি-পাঞ্জাবি পরে হাত ধরে প্রেম করার স্বাদই কিন্তু আলাদা! তবে আজকের লেখায় রইল দেবী সরস্বতীকে নিয়ে নানা জানা-অজানা তথ্যের সন্ধান। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে পড়ে আমি সংগৃহীত করেছিলাম।সরস্বতী পূজার একটি শাস্ত্রীয় দিক আছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

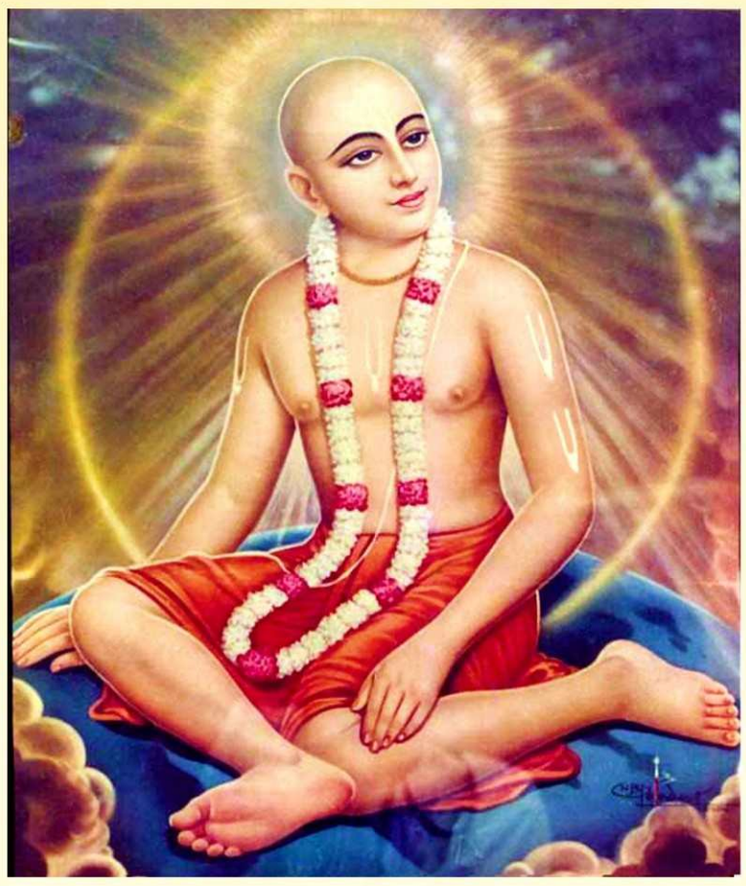

পুরোহিত সম্প্রদায়ের জীবিকায় এবং সামাজিক মান মর্যাদায় ঘা পড়েছিল, দলিত সাপের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছিল তারা এবং (৪) বিদ্যাধরের সঙ্গে অভিসন্ধি পরায়ণ রাজনীতিক ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এইসব বিক্ষুব্ধ ধর্মান্ধদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, এটাই স্বাভাবিক, এই অশুভ আঁতাতের মধ্যেই সম্ভবত নিহিত আছে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের মূল কারণ।ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমির এই পরিচয়ের ভিত্তিতে চৈতন্যতিরোভাবের বিবৃতিগুলি আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।জয়ানন্দ চৈতন্যের দেহাবসানের একটা বাস্তবানুগ বিবরণ দিয়ে বলেছেন তাঁর মায়া শরীর টোটার মাটিতে পড়ে ছিল। কিন্তু তাঁর কথামত সত্যই যদি এই ঘটনা গদাধর পণ্ডিতের সামনে ঘটত, তাহলে চৈতন্যের শবদেহের সদ্গতি বা সমাধিবিষয়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের নিশ্ছিদ্র অজ্ঞতা সম্ভবপর হতো না। উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাঁ পায়ে জরাব্যাধের শরাঘাত এবং চৈতন্যের বাঁ পায়ে 'ইটাল' বা ইটের টুকরোর আঘাত এতে যেন কৃষ্ণ-চৈতন্য সমীরণের তত্ত্বটিকেই বড় করে তুলে ধরেছেন জয়ানন্দ।লোচনদাস বলেছেন, চৈতন্য নিজ-জনদের বাইরে রেখে মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র 'তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট'। ভক্তদের থেকে তাকে এইভাবে কি বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছিল? উপরন্ত লক্ষনীয়, মন্দিরের ভিতর থেকে একজন 'পড়িছা' বা পুরোহিত ঘোষণা করল জগন্নাথঅঙ্গে চৈতন্য বিলীন হয়ে গেছেন। তখন ভক্তবৃন্দ, রাজগুরু কাশী মিশ্র এবং অন্যান্য অনেকে বিলাপ করতে লাগলেন। রাজা স্বয়ং এ সংবাদ শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু চৈতন্যের পার্থিবদেহ সম্পর্কে কেউ অনুসন্ধান করলেন না। জগন্নাথঅঙ্গে বিলীন হওয়ার সংবাদটি ছড়িয়ে দেওয়ার পিছনে কূটকৌশলী কোনও চক্রের চতুর পরিকল্পনার অস্তিত্ব কি অসম্ভব? জগন্নাথের 'সচল বিগ্রহ' কে জগন্নাথ আত্মসাৎ করেছেন, 'সচল বিগ্রহ' বাদী ভক্তরা একথা অস্বীকার করতে পারবেন না এবং জগন্নাথঅঙ্গে বিলীন হওয়ার পর মায়া শরীরের খোঁজখবর করা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় ও অধার্মিক ব্যাপার হবে, সম্ভবত এই ছিল চতুর চক্রের চিন্তাধারা।

ঈশান নাগর বলেছেন -

'প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।

ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল।।'

এই আশঙ্কার কারণ কি? আবার মন্দিরদ্বার খোলা মাত্র 'গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈল'। এরই বা কারণ কি? তবে কি সেই অশুভ ঘটনার পূর্ভাবাস কেউ কেউ পেয়েছিলেন? ওড়িয়া গ্রন্থগুলিতে এই বিগ্রহে লীন হওয়ার তত্ত্বই সমর্থিত হয়েছে। ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবত' অনুসারে সেকালের একটি মাত্র মানুষ, বাসুদেব তীর্থ, এর সত্যতায় সন্দিহান হয়ে প্রকাশ্যে মুক্তিমণ্ডপে এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেছিলেন। অবশ্য তখন চৈতন্য তিরোভাবের পর অন্তত 'একশ' বছর কেটে গেছে (অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতে ঈশ্বরদাস সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন। ড.বিমানবিহারী মজুমদারের হিসাব অনুসারে ঈশ্বরদাসের গ্রন্থ চৈতন্য তিরোভাবের ১৫০/১৭৫ বছর পরে লিখিত হয়)। এই কাল ব্যবধানেই সম্ভবত ঈশ্বরদাসকে দিয়েছিল সেই নিরাপত্তা যার ভিত্তিতে তিনি চৈতন্যের পার্থিবদেহের পরিণতি সম্পর্কে অলৌকিকতার মোড়কে মুড়ে কিছু বাস্তবতথ্য পরিবেশনে সাহসী হয়েছেন। ঈশ্বরদাসের মতে, লোকলোচনের অন্তরালে পুরী থেকে বহু দূরে নদীগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হয় চৈতন্যের পার্থিবদেহ। তাঁর মতে প্রতাপরুদ্র এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না। তিনি বলেছেন, তিরোধানের খবর পেয়ে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, 'রাজন ক্রোধ কে কহিব'। চৈতন্যতিরোধানের পিছনে কোনও অপরাধমূলক চক্রান্ত না থাকলে রাজা ক্রুদ্ধ হলেন কেন? সব কিছু স্বাভাবিক থাকলে রাজাকে গোপন করা হল কেন? ঈশ্বরদাসের বিবরণীতে স্পষ্ট আভাস মেলে, রুদ্ধদ্বার মন্দিরমধ্যে চক্রান্তকারীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাদেরই কেউ কেউ যখন জগন্নাথঅঙ্গে চৈতন্যের বিলীন হওয়ার কথা ঘোষণা করতে থাকে, তখন অন্যেরা গোপনে সে দেহ বহন করে নিয়ে বিসর্জন দেয় বহু মাইল দূরে কোনও নদীতে। ঈশ্বরদাস বলেছেন, তিনি তাঁর গুরুর কাছে চৈতন্যদেহ বিসর্জনের 'অত্যন্ত গুপ্ত এহু কথা' শুনেছেন। চৈতন্য তিরোধানের পর ঈশ্বরদাসের কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ এক-দেড়শ বছর একথা গুপ্ত রইল কিভাবে? হয়তো এর আগে যারা জানতেন, রাজদণ্ডের ভয়ে তাঁরা একথা প্রকাশ করতেন না। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী কেউ এসবের মূলে না থাকলে এমন নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা এবং সমকালীন ভক্ত কবিদের চৈতন্যদেহ বাঁ চৈতন্যসমাধি সম্পর্কে এমন লৌহ কঠিন নীরবতা সম্ভব হত না। এসবই আবার প্রতাপরুদ্রের পুত্রহন্তা, সিংহাসন দখলকারী ও ভোই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ বিদ্যাধরের দিকে সন্দেহের তির ফলকটি সঞ্চালিত করে।শ্রীচৈতন্যের কয়েকশো বছর আগে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা শ্রীরামানুজ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন পুরীতে। তাঁকেও যে বিষম পরিণতির সন্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁর প্রমাণ আছে 'প্রপন্নামৃত' সংস্কৃত গ্রন্থে। এতে বলা হয়েছে, 'শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীরামানুজস্বামীকে 'একরাত্রে পুরুষোত্তম থেকে কূর্মতীর্থে টেনে ফেলে দিয়েছিলেন' (চৈতন্যচরিতামৃত, গৌড়ীয় মঠ সং, অমৃতপ্রবাহভাষ্য, মধ্য ৭/১১৩)। এই কিংবদন্তীর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, জগন্নাথক্ষেত্রে রামানুজ ধর্ম প্রচার করতে এলে তাঁর সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল জগন্নাথসেবকদের সঙ্গে। 'টেনে ফেলে দেওয়া' কথাটির মধ্যে সেই বিরোধ ও বর্জনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।ওড়িশা বাসিদের উপর রামানুজের তুলনায় চৈতন্যের প্রভাব ছিল নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। জনগনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা মনে রেখে তাই ষড়যন্ত্রকারীদের অনেক অনেক ভেবেচিন্তে মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হয়েছে গোপনে। আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি অন্তর্ধানের সময় হলে বুঝতে হবে, রথযাত্রা উৎসবে যখন দেশের মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত তখন তাদের সেই ব্যস্ততারই সুযোগ নিতে চেয়েছে ষড়যন্ত্রকারীরা। পরিষেশে অসংকোচে বলা যায়, শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের যবনিকা সম্পূর্ণ উন্মোচিত করার মতো নিশ্চিন্ত কোনও তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি আজও। এ আলোচনায় উদ্দেশ্য হল অন্তর্ধানের পিছনে অপরাধমুলক ক্রিয়াকাণ্ডের সম্ভাব্যতা বিচার করা। তৎকালীন সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল তা আদৌ অসম্ভব ছিল না।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

শাহরুখের স্ত্রী গৌরীকে এবার ইডির নোটিশ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী খানকে এবার নোটিশ পাঠিয়েছে ভারতীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ৩০ কোটি রুপির আর্থিক প্রতারণায় নাম জড়িয়েছেন শাহরুখ পত্নী। যা ৩৯ কোটি টাকারও বেশি।

শিগগিরই ইডি তলব করতে পারে গৌরীকে। তবে এখন পর্যন্ত গৌরী ওই নোটিশের কোনো জবাব দেননি বলে জানা গেছে।

ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, লখনৌয়ের তুলসিয়ানি গ্রুপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলেন গৌরী। ২০১৫ সালে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন গৌরী। গত কয়েক মাস আগেই লখনৌয়ের সুশান্ত গল্‌ফ সিটির পুলিশ স্টেশনে জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের করেন মুম্বাইবাসী যশবন্ত। তার অভিযোগ, ৮৬ লাখ রুপি দিয়েও ফ্ল্যাটের চাবি হাতে পাননি তিনি।

তুলসিয়ানি কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের প্রধান ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শাহরুখের স্ত্রী গৌরী খান। তাকে দেখে প্রভাবিত হয়েই নাকি সেই প্রতিষ্ঠানের ফ্ল্যাট কিনতে উদ্যোগী হয়েছিলেন যশবন্ত।

যশবন্তের দাবি, যেহেতু ইন্টেরিয়ার ডিজাইনার গৌরী খান সেই প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর, তাই এ বিশ্বাসভঙ্গের দায় তার উপরেও বর্তায়। তাই শাহরুখের পত্নীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

তারপরও এ প্রতিষ্ঠানের নামে একাধিক আর্থিক তছরুপের অভিযোগ দায়ের হয়। গৌরী খান সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এবার ইডির নজরে পড়লেন গৌরী।

শোনা যাচ্ছে , খুব শিগগিরই তাকে তলব করা হবে। তার নামে সমন জারি হলে গৌরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন ইডির কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, প্রায় ৩০ কোটি রুপির গরমিল পাওয়া গিয়েছে সেই ফ্ল্যাটের হিসেবে। গৌরী খানের সেই অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইডি। গত কয়েক মাসে তুলিসিয়ানি গ্রুপের নামে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ায় নাম জুড়েছে গৌরীরও।

সেই প্রতিষ্ঠান থেকে ঠিক কত অর্থ পেয়েছেন তিনি, সেই হিসেব জানতে চাইতে পারে ইডি। গৌরী কোন শর্তে জড়িয়েছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সব দিকই নাকি ইডি খতিয়ে দেখবে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন অভিনেত্রী তনুজা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী তনুজা। জানা গেছে, সোমবার রাতেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন অভিনেত্রী। বার্ধক্যজনিত সমস্যার কারণে রোববার মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তনুজা, আইসিইউতে ছিলেন কাজল-তনিশা রমা।

অভিনেত্রীর পারিবারিক সূত্র ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম পিটিআইকে জানিয়েছে, সোমবার রাতে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

তিনি আগের চেয়ে এখন সুস্থ। তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তনুজা মুখার্জী একজন প্রবীণ ভারতীয় অভিনেত্রী। তিনি মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ভারতীয় চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন।

ষাট ও সত্তরের দশকের শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। তিনি বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজল ও তানিশা রমা।

১৯৭৩ সালে পরিচালক সমু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয় তনুজার। বড় বোন নূতনের সঙ্গে 'হামারি বেটিৎ' (১৯৫০) চলচ্চিত্রে 'বেবি তনুজা' নামে শিশুশিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন।

'ছাবিলি' (১৯৬০) চলচ্চিত্রের মূল নায়িকা হিসেবে অভিনয় শুরু করেন তনুজা। সিনেমাটির পরিচালক ছিলেন তাঁর মা শোভনা। তিনি কিদার শর্মার 'হামারি ইয়াদ আয়েগি' (১৯৬১) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে খ্যাতির শিখরে পৌঁছান।

পরিচালক শহীদ লতিফের 'বাহারেঁ ফির ভি আয়েঙ্গি' (১৯৬৬) সিনেমায় 'ও হাসকে মিলে হামসে' গানের মাধ্যমে তিনি সবার নজর কাড়েন। জিতেন্দ্রর সঙ্গে 'জিনে কি রাহে' (১৯৬৯) সিনেমায় অভিনয় করে ব্যাপক ব্যবসাসফল হন।

ওই বছর তনুজা 'পয়সা ইয়ে পেয়ার' সিনেমার মাধ্যমে ফিল্মফেয়ারে সেরা সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। অভিনেত্রীর 'হাতি মেরে সাথি' (১৯৭১) চলচ্চিত্রটি তুমুল সফলতা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে 'মেরে জীবন সাথি', 'দো চোর', 'একবার মুসকরা দো' (১৯৭২), 'পবিত্র পাপী' (১৯৭০), 'ভূত বাংলা', 'অনুভব' ইত্যাদি সিনেমাতেও তিনি অভিনয় করেন।

১৯৬৭ সালে ছবি 'জুয়েল থিফ'-এর জন্য শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী হিসাবে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হন। ১৯৬৯ সালে 'পয়সা ইয়ে পেয়ার' সিনেমার জন্য ফিল্মফেয়ার পান তনুজা।

স্বামীর প্রযোজনা করা ভৌতিক ছবিতে কাজল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তিন দশকের অভিনয় জীবনে রোমান্টিক, সামাজিক, থ্রিলার, কমেডি-একাধিক ঘরানার ছবিতে নিজেকে প্রমাণ করেছেন কাজল। তবে আদিভৌতিক ঘরানা এখনও তাঁর অধরা। এবার সেই অধরা ঘরানায় কাজ করতে যাচ্ছেন তিনি। প্রথমবার হরর ছবিতে অভিনয় করবেন।

অভিনেত্রী হিসেবে সব সময় কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পছন্দ করেন তিনি। সব ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের খিদে রয়েছে তাঁর আজও। কাজলের নতুন ছবির গল্প একজন মায়ের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে।

জানা গেছে, প্রাথমিক ভাবে সিনেমার নাম রাখা হয়েছে 'মা'। এই নামটি পরিবর্তিত হতে পারে। ছবিটি প্রযোজনা করবেন তাঁর স্বামী অজয় দেবগন। বর্তমানে প্রাক-প্রযোজনা স্তরে রয়েছে ছবিটি। চিত্রনাট্যের কাজ শেষ হলেই শুরু হবে শ্যুটিং।

ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম সূত্রে আরও জানা গেছে, আসছে জানুয়ারিতে সিনেমাটির দৃশ্যধারণ শুরু হওয়ার কথা। সিনেমাটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিশাল ফুরিয়া। তবে এখনই এই ছবি নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ এই বলিউড অভিনেত্রী।

তবে ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন, বিশাল ছবির গল্প বলার পরই আর ভাবার জন্য কোনও সময় নেননি তিনি। এমন একটা গল্পে নিজেকে ভাঙতে পারবেন বলেই মনে করেন কাজল।

অভিনেত্রী হিসেবে নানাবিধ সাফল্যের পর এখন অনেকটাই বেছে কাজ করেন। ফলে যে চিত্রনাট্যে কোনও নতুনত্ব নেই, তাতে আগ্রহী নন কাজল। কিন্তু এই গল্পটা নাকি একেবারে আলাদা।

বলিউডে পরীক্ষামূলক কাজ গত কয়েকবছর ধরেই করছেন নির্মাতারা। কাজল মনে করছেন, যে ধরনের ভয়ের ছবি দর্শক এতদিন দেখেছেন, তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আঙ্গিকে ভেবেছেন পরিচালক। সেকারণেই এই অফার তিনি হাতছাড়া করতে চাননি।

'সালার'র নতুন ট্রেলারে দুর্ধর্ষ প্রভাস!

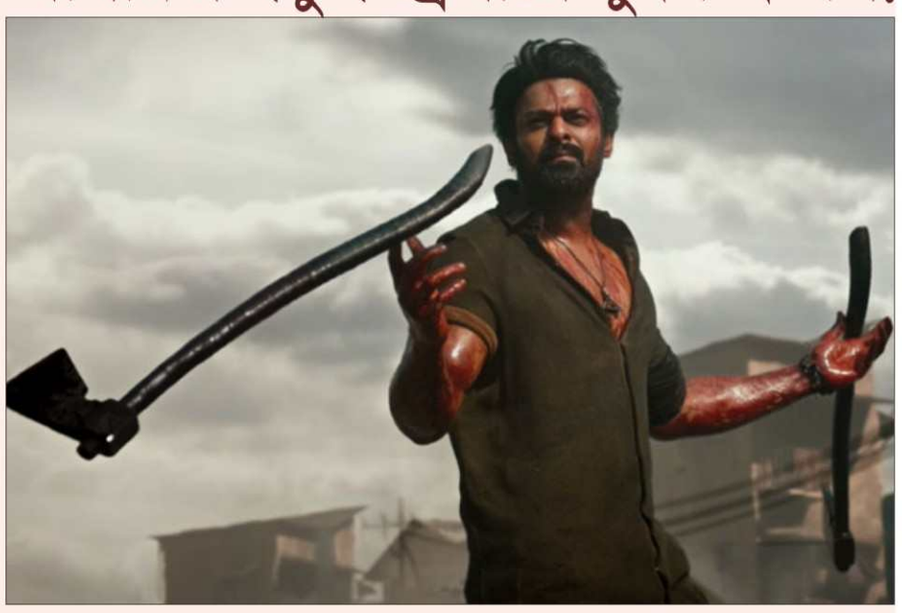

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বছরের শেষে একের পর এক বেশ কিছু ছবি দর্শকের উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছে। তার মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে শাহরুখের 'ডানকি'। তেমনই একঝাঁক দক্ষিণের অভিনেতার ছবি নিয়ে তৈরি ছবি নিয়েও কম উত্তেজিত নয় সিনেপ্রেমীরা। মুক্তির চার দিন আগে নি প্রভাস এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের ছবি 'সালার'র দ্বিতীয় ট্রেলারটিও প্রকাশ করেছেন।

২ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডের 'সালার'-এর অ্যাকশন ট্রেলারটিতে মূলত প্রভাস তাণ্ডবই দেখা গেছে! খানসারের বিশাল সাম্রাজ্য আর দুর্ধর্ষ শাসকদের শোষণের ভয়াবহ চিত্রই ফুটে উঠেছে ট্রেলারে!

'কেজিএফ'র মতোই নির্মাতার এই ছবিতেও বিশাল সাম্রাজ্যের ঝলক দেখা গেছে! রক্ত, ক্ষমতা, প্রতিশোধ আর বন্ধুত্বের গল্পে নির্মিত সিনেমাটির দ্বিতীয় ট্রেলারের ভায়োলেন্স ছিল চোখে পড়ার মতো! সেই সঙ্গে দেখা গেছে বন্ধুত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে লড়াইয়ের গল্প।

প্রভাসকে এর আগে অ্যাকশন অবতারে দেখা গেলেও এবার যেন আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। ধুন্ধুমার অ্যাকশন আর ক্ষমতা গ্রহণ, বন্ধুত্ব রক্ষায় সবচেয়ে হিংস্রতম লুকেই ধরা দিয়েছেন এই অভিনেতা।সেই সঙ্গে পৃথ্বীরাজ সুকুমারনও ছিলেন অনবদ্য। এর মাধ্যমে মালায়ালাম তারকা পৃথ্বীরাজ সুকুমারন তেলেগু অভিষেক করলেন। ট্রেলারে দেখা মিলেছে শ্রুতি হাসান, ঈশ্বরী রাও এবং শ্রিয়া রেড্ডির মতো তারকাদের।

এর আগে গেল ১ ডিসেম্বর প্রকাশ্যে এসেছিল 'সালার' এর প্রথম ট্রেলার। যেটিও বেশ মনে ধরেছিল দর্শকদের। তবে নতুন ট্রেলারে যেন আরো সুন্দরভাবে ছবির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন পরিচালক প্রশান্ত নীল।

শাহরুখ খানের 'ডানকি' মুক্তির একদিন পরেই মুক্তি পাবে প্রভাসের 'সালার'। তবে সিনেমাটির হাইপ এতো বেশি যে শাহরুখ খানের 'ডানকি'কে বেগ পোহাতে হতে পারে বক্স অফিসে। সিনেমাটির অগ্রিম বুকিংও এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদিও শুরুতে 'সালার' এর প্রচারণা কৌশল নিয়ে বিরক্ত ছিলেন দর্শক! এখন সময়ই বলে দেবে কে কত এগিয়ে থাকে বক্স অফিসে!

শাহিনের টি-২০

দল থেকে বাদ শাদাব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে বিশ্বকাপ খেলে তিন ফরম্যাটের নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন বাবর আজম। তার জায়গায় টি-২০ ফরম্যাটে পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দেবেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জানুয়ারিতে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ দিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করবেন বাঁ-হাতি এই পেসার। মঙ্গলবার ওয়াহাব রিয়াজের নির্বাচক প্যানেল ওই টি-২০ সিরিজের দল ঘোষণা করেছেন।

পাকিস্তানের ১৭ জনের ওই দলে জায়গা পাননি লেগ স্পিন অলরাউন্ডার শাদাব খান। তার জায়গায় রাখা হয়েছে দুই লেগ স্পিনার উসামা মীর ও আবরার আহমেদকে। এর মধ্যে উসামা সর্বশেষ বিশ্বকাপসহ ১২টি ওয়ানডে খেলেছেন। কোন আন্তর্জাতিক টেস্ট বা টি-২০ খেলেননি। আবরার ৬টি টেস্ট খেলেছেন, সাদা বলের ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি তার। পাকিস্তানের টি-২০ দলে প্রথমবার আবরার-উসামা ছাড়াও ডাক পেয়েছেন আব্বাস আফ্রিদি ও হাসিবুল্লাহ। সাহিবজাদা ফারহান ও উইকেটরক্ষক আজম খান দলে ফিরেছেন। জামান খান ও সাঈম আইয়ূবকে রাখা হয়েছে টি-২০ দলে।

পিসিবির নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজ বলেছেন, 'সামনে আমাদের তরুণরা জাতীয় দলকে টানবে, সেজন্য তাদের পরিচর্যা করা জরুরি। সেরা দল গড়তে হলে ব্যাক আপও তৈরি করতে হবে। প্রতিভাবানদের সুযোগ দিতে হবে এবং তারা শীর্ষ পর্যায়ে কতটা সক্ষম তা দেখতে হবে। মোহাম্মদ হ্যারিস ও শান মাসুদ আমাদের পরিকল্পনায় আছে। তবে তাদের আপাতত বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।'

পাকিস্তান আগামী ১২ জানুয়ারি অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচ খেলবে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-২০ খেলবে ১৪ ও ১৭ জানুয়ারি। পরের ম্যাচ দুটি যথাক্রমে ১৯ ও ২১ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে। পাকিস্তানের টি-২০ দল: শাহিন শাহ আফ্রিদি (অধিনায়ক), আমির জামাল, আব্বাস আফ্রিদি, আজম খান (উইকেটরক্ষক), আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, হাসিবুল্লাহ (উইকেটরক্ষক), ইফতিখার আহমেদ, মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সাঈম আইয়ূব, উসামা মীর ও জামান খান।

কামিন্সের রেকর্ড নিমিষেই হাওয়া,

২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে কলকাতায় স্টার্ক!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিছুক্ষণ আগেই আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হওয়ার রেকর্ড গড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তাকে ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে দলে ভিড়িয়েছিল হায়দ্রাবাদ। তবে কামিন্সের রেকর্ড দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ঘণ্টার ব্যবধানেই এখন আইপিএলের সবেচেয়ে দামি ক্রিকেটার কামিন্সের সতীর্থ মিচেল স্টার্ক।

তাকে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে দলে ভিড়িয়েছে শাহরুখ খানের দল কলকাতা নাইটরাইডার্স।

আর কলকাতার এই দামে ভেঙেছে আইপিএলের সর্বকালের রেকর্ড। এই আসরের আগে আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার ছিলেন স্যাম কারান। তার দাম উঠিছিল সাড়ে ১৮ কোটি টাকা।

আইপিএল নিলামে

২৩০ কোটির লেনদেন

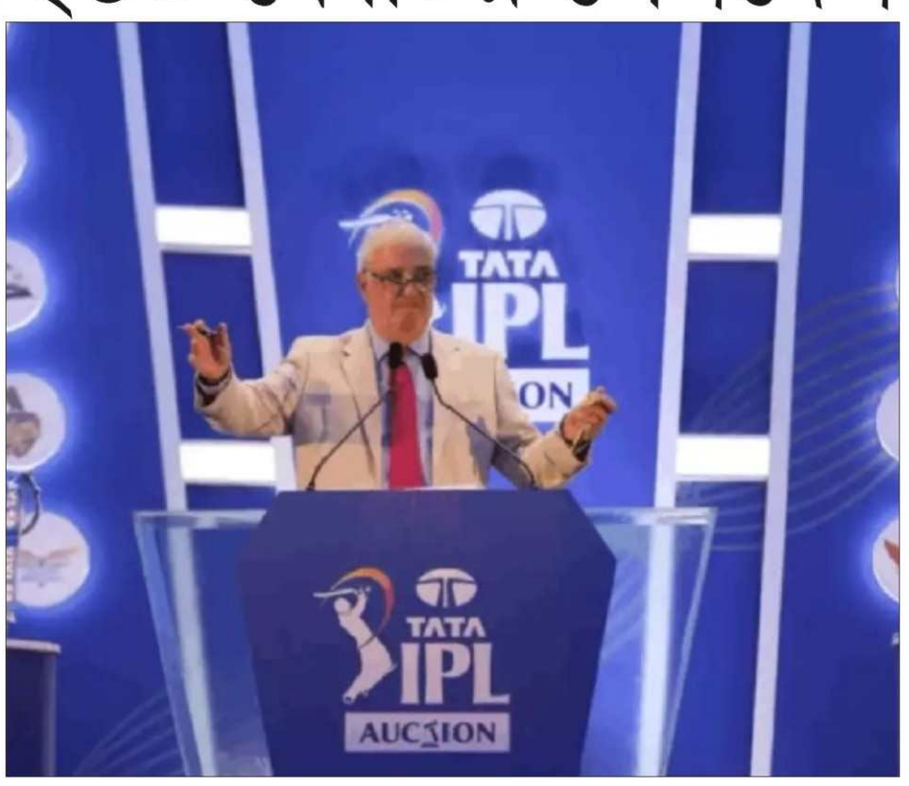

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথমবার ভারতের বাইরে আইপিএলের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইপিএলের ১৬তম আসরের নিলামের জন্য ৩৩৩ জন ক্রিকেটারকে ড্রাফটে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে ৭৭ জন ক্রিকেটারের দল পাওয়ার সুযোগ ছিল। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত আইপিএলের মিনি নিলামে ৭২ জন ক্রিকেটার দল পেয়েছেন। এর মধ্যে ৩০ জন বিদেশি কোঠার ক্রিকেটার। বাকি ৪২ জন ভারতের স্থানীয় ক্রিকেটার। নিলামে বাজিমাত করেছেন অস্ট্রেলিয়ার দুই পেসার মিশেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, ড্যারেল মিশেল, আলজারি জোসেপরা। স্টার্ককে কলকাতা নাইট রাইডার্স কিনেছে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপি দিয়ে। কামিন্সকে হায়দরাবাদ কিনেছে ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে। চেন্নাই সুপার কিংস ড্যারেল মিশেলকে কিনেছে ১৪ কোটিতে। হার্শাল প্যাটেলকে পাঞ্জাব নিয়েছে ১১ কোটি ৭৫ লাখে। ব্যাঙ্গালুরু আলজারি জোসেপের জন্য ১১ কোটি ৫০ লাখ রুপি খরচ করেছে। সব মিলিয়ে ৭২ জন ক্রিকেটার কিনতে আইপিএলের দলগুলো খরচ করেছে ২৩০ কোটি ৪৫ লাখ রুপি। এর মধ্যে চেন্নাই সুপার কিংস ৩০ কোটি রুপির মতো খরচ করেছে। দিল্লি ক্যাপিটালস খরচ করেছে ২২ কোটি রুপির মতো। গুজরাট টাইটান্স ৩১ কোটি ও কলকাতা খরচ করেছে ৩০ কোটি রুপির কাছাকাছি। লখনৌ সুপার জায়ান্ট বেশ কম খরচ করেছে। খেলোয়াড় ধরে রাখায় নিলামে বেশি ক্রিকেটার কিনতে হয়নি তাদের। শিভাম মাভিকে তারা ৬ কোটি ৪০ লাখ দিয়ে কিনেছে। সব মিলিয়ে ১২ কোটি ২০ লাখে দল গোছানো শেষ তাদের। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স খরচ করেছে ১৬ কোটি রুপির মতো। পাঞ্জাব কিংস ব্যয় করেছে ২৫ কোটি রুপি। রাজস্থান রয়্যালস খরচ করেছে ১৪ কোটি ৩০ লাখ রুপি, ব্যাঙ্গালুরু ২০ কোটি ২০ লাখ ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৩০ কোটি ৮০ লাখ রুপি খরচ করেছে। আইপিএল নিলামে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়েছেন হার্শেল প্যাটেল। তরুণদের মধ্যে বাজিমাত করেছেন ২৩ বছরের সামির রিজভি। তাকে চেন্নাই ৮ কোটি ৪০ লাখ রুপিতে কিনেছে। শাহরুখ খানকে গুজরাট কিনেছে ৭ কোটি ৪০ লাখে, দিল্লি ১৯ বছরের উইকেটরক্ষক কুমার কুশাগ্রাকে ৭ কোটি ২০ লাখে, লখনৌ শিভাম মাভিকে নিয়েছে ৬ কোটি ৪০ লাখে, শুভাম দুবেকে রাজস্থান ৫ কোটি ৮০ লাখে, ইয়াশ দয়ালকে ব্যাঙ্গালুরু ৫ কোটি রুপিতে দলে নিয়েছে।

আইপিএল নিলামে

আইপিএল নিলামে প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারল কলকাতা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্সের থেকে প্রত্যাশা ছিল অনেক কিছুরই। তবে দিনের শেষে সব প্রত্যাশা পূরণে যে তারা সফল হয়েছে, এমনটা বলা যাবে না। মিচেল স্টার্কের পিছনে কলকাতা এতটাই টাকা খরচ করে ফেলল যে বাকি ভালো দেশীয় ক্রিকেটার নেওয়া যায়নি।

নিলামের প্রথম ক্রিকেটারের পিছনেই ছুটেছিল কলকাতা। রভম্যান পাওয়েলকে নিয়ে শুরু হয়েছিল কাড়াকাড়ি। না পাওয়া গেলে অনেকেই ভেবেছিলেন কেকেআর আক্রমণাত্মক ভাবে এগোবে। তবে না- প্যাট কামিন্স, হর্ষল পটেল, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা পর পর বেরিয়ে গেলেন। বিশেষত বোলিং বিভাগ শক্তিশালী করতে হর্ষলকে দরকার ছিল। তার জন্য বিডই করল না কেকেআর।

স্টার্কের নাম আসায় প্রথম থেকে বিডিং শুরু করেনি তারা। প্রায় ১০ কোটির কাছাকাছি স্টার্কের দাম পৌঁছনোর পরে কেকেআরের 'খেলা' শুরু হল। শেষ পর্যন্ত টিকে থেকে গুজরাতের থেকে স্টার্ককে ছিনিয়ে নিল কেকেআর। ২৪.৭৫ কোটি দাম আজ পর্যন্ত কোনও ক্রিকেটারের ওঠেনি। সে দিক থেকে মঙ্গলবার নিলামে ইতিহাস তৈরি করল কলকাতা। তবে সমস্যা হল অন্য জায়গায়। একটা ক্রিকেটারের জন্য এত অর্থ খরচ হয়ে গেল যে বাকিদের দিকে হাত বাড়াতে পারছিল না তারা। মাঝে রমনদীপ সিংহকে নিয়ে সর্বনিম্ন ক্রিকেটারের 'কোটা' পূরণ হল।

কেকেআরের বড় অপ্রাপ্তির জায়গা অলরাউন্ডার। আন্দ্রে রাসেল, বেঙ্কটেশ আয়ার এবং অনুকূল রায় ছাড়া কেউ নেই। নিলামে রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেল, শাহরুখ খান, হর্ষল পটেল, জেরাল্ড কোয়েৎজির মতো অলরাউন্ডার ছিলেন। কারও দিকেই ঝাঁপায়নি তারা।

হেডেই ভরসা হায়দরাবাদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুবাইয়ে গতকাল আইপিএল নিলামের শুরুর দিকেই দল পেয়ে গেছেন গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় ট্রাভিস হেড। ২ কোটি ভিত্তিমূল্য ছিল তার। এরপর সেই মূল্য গিয়ে ঠেকে ৬ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে, যা হাঁকায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তবে নিলামের শুরুতে হেড নন, বড় চমক হয়ে এসেছে রভম্যান পাওয়েল। ১ কোটি ভিত্তিমূল্য ছিল এই ক্যারিবীয় অলরাউন্ডারের। তাকে নিয়ে কিছুটা 'কাড়াকাড়ি'ও হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে ৭.৪ কোটিতে নিজেদের করে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস।

নিলামে দল পেয়েছেন ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুকও। তাকে ৪ কোটি রুপিতে দলে ভিড়িয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। এছাড়া ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ১.৫ কোটি ভিত্তিমূল্যে যাচ্ছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং সেনসেশন রাচিন রবীন্দ্রও দল পেয়েছেন তাকে ১.৮ কোটি রুপিতে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। ভারতীয় পেসার শার্দূল ঠাকুর ৪ কোটি রুপিতে যাচ্ছেন চেন্নাইয়ে।

নিলামের প্রথম ধাপে দল পাননি স্টিভেন স্মিথ, রাইলি রুশোর মতো ক্রিকেটাররা।

এক ঝটকায়

'মিলিয়নিয়ার' জোসেফ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভিত্তিমূল্য ছিল ১ কোটি রুপি। সেখান থেকে এক ঝটকায় 'মিলিয়নিয়ার' বনে গেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৭ বছর বয়সী পেসার আলজেরি জোসেফ। এই বিশাল অঙ্কে তাকে কিনে নিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

নিলামে সবার আগে এই ক্যারিবীয় পেসারকে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে চেন্নাই সুপার কিংস। এরপর জোসেফকে নিয়ে চেন্নাইয়ের সঙ্গে কাড়াকাড়ি শুরু হয় দিল্লি ক্যাপিটালসের।

এর আগে শ্রীলঙ্কার মাথিসা পাথিরানা চেন্নাইয়ে হয়ে খেলতেন। তার ব্যাকআপ হিসেবেই জোসেফকে দলে পেতে চাইছিল চেন্নাই। কিন্তু দিল্লি ছাড় দেওয়ার পাত্র নয়। তারা ফুলটাইম পেসার হিসেবে জোসেফকে দলে ভেড়াতে চাচ্ছিল। ফলে শুরু হয় দর-কষাকষি। দিল্লি জোসেফের দাম তোলে ৩ কোটি রুপি।

দুই দলের কাড়াকাড়ির মধ্যে এরপর যোগ হয় লখনৌ সুপার জায়ান্টস। তারা জোসেফের দাম ৪ কোটি রুপি থেকে বাড়াতে বাড়াতে ৬ কোটি ৪০ লাখ রুটি পর্যন্ত তোলে।

এরপর জোসেফের দিকে হাত বাড়ায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। শুরুতে তারা জোসেফকে ১০ কোটি রুপিতে দলে ভেড়াতে চায়। শেষমেশ এই ক্যারিবীয় তারকাকে সাড়ে ১১ কোটি রুপিতে কিনে নেয় বেঙ্গালুরু। এক মিনিটেই মিলিয়নিয়ার হয়ে গেলেন জোসেফ।

এছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকাদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দাম উঠেছে জোসেফের। এর আগে নিকোলাস পুরানের দাম উঠেছিল ১৬ কোটি রুপি। পুরানকে ২০২৩ সালের আসরে এই অর্থ দিয়ে কিনে নিয়েছিল লখনৌ সুপার জায়ান্টস।

মোটা দাম পেলেন হেড-কোয়েটজে,

ড্যারেল মিশেলের বাজিমাত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ট্রাভিস হেড। ফাইনালে অসাধারণ এক সেঞ্চুরি করে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন তিনি। বিশ্বকাপে ভালো খেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার গেরাল্ড কোয়েটজে, নিউজিল্যান্ডের মিডল অর্ডার ব্যাটার ড্যারেল মিশেল ও টপ অর্ডার ব্যাটার রচিন রবীন্দ্র। আইপিএল নিলামে তাদের নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে জানাই ছিল। হয়েছেও তাই। মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত আইপিএলের ১৬তম আসরের মিনি নিলামে ট্রাভিস হেডকে ৬ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে কিনেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। দলটি অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে কিনেছে ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে। প্রোটিয়া পেসার কোয়েটজে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে গেছেন বিড শেষে। তাকে ৫ কোটি রুপিতে কিনেছে আইপিএলের সফলতম দলটি। তবে বাজিমাত করেছেন ড্যারেল মিশেল। তাকে আকাশ ছোঁয়া দাম দিয়ে কিনেছে চেন্নাই সুপার কিংস। কিউই ব্যাটিং অলরাউন্ডারের জন্য চেন্নাই খরচ করেছে ১৪ কোটি রুপি। চেন্নাই শিবিরে আগে থেকেই আছেন নিউজিল্যান্ডের ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও বাঁ-হাতি স্পিনার মিশেল স্যান্টনার। বিশ্বকাপে আলোচিত ছিলেন নিউজিল্যান্ডের তরুণ বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার রাচিন রবীন্দ্র। তাকেও দলে নিয়েছে চেন্নাই। এছাড়া নিলামে ভালো দামে দল পেয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-২০ অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। তিনি ৭.৪ কোটিতে গেছেন রাজস্থান রয়্যালসে। দিল্লি ক্যাপিটালস ৪ কোটিতে ইংলিশ ব্যাটার হ্যারি ব্রককে কিনেছে। ১১ কোটি ৫০ লাখে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আলজারি জোসেপকে কিনেছে ব্যাঙ্গালুরু। ভারতীয়দের মধ্যে ১১.৭৫ কোটিতে হার্শাল প্যাটেলকে কিনেছে পাঞ্জাব কিংস। এছাড়া শার্দুল ঠাকুরকে ৪ কোটিকে কিনিছে চেন্নাই।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR